দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL 9 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শত শত কোটি টাকা ব্যয়ের পরও মাদ্রাসা শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক ॥ দুর্নীতি ও অপচয়ের অভিযোগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমান্তরালে গড়ে ওঠা মাদ্রাসা শিক্ষা গত দুই দশক ধরে ছিল দুর্নীতি ও অপচয়ের এক বিরাট ক্ষেত্র। মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে শত কোটি টাকা ব্যয়ের পরও মাদ্রাসা শিক্ষার মান হতাশাজনক। পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষায় নেই কোন একাডেমিক শৃঙ্খলা, নেই যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম ও মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক। যাদের এসব বিষয়ে নজরদারি করার কথা সেই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নিজেই দুর্নীতিতে আকণ্ঠ

মাদ্রাসা শিক্ষার হাল-২

নিমজ্জিত বলে অভিযোগ রয়েছে।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি গত আড়াই দশকে দেশে

(১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

শত শত কোটি টাকা

(প্রথম পাতার পর)

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো হয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর ফলে এ ক্ষেত্রে এখন চরম নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে দুর্নীতি।

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার যে ধারাটি বর্তমানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত, ইংরেজ শাসনামলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। যদিও তার অনেক আগে থেকেই এ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন ছিল, ইংরেজরা সেসব মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়নি মূলত মুসলিম নেতাদের বিদ্রোহী ভূমিকার কারণে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হতে শুরু করে পরবর্তী সব আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা আপোষহীন ভূমিকা রাখেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের সমর্থন বাড়ানোর জন্য ১৭৮০ সালে কলকাতায় ইংরেজরা একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে-যা পরবর্তীকালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা রূপে খ্যাতি অর্জন করে।

এ সময় হতেই উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি সরকারী আনুকূল্যপ্রাপ্ত আলিয়া মাদ্রাসা, অপরটি দেওবন্দী বা খারেজী মাদ্রাসা। দেওবন্দী মাদ্রাসার ধর্মীয় নেতারা সরকারী আনুকূল্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজেদের সংগৃহীত অর্থে ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তাদের মাদ্রাসা পরিচালনা করতে থাকেন। বাংলাদেশে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার এই দু'টি ধারাই চলছে, তবে সরকারী সাহায্য ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আলিয়া মাদ্রাসার ধারাটিই এখন মূলধারা।

মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ধারাটি পাঁচ স্তর বিশিষ্ট ঃ এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল। এই স্তরগুলো যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। তবে দাখিল ও আলিম শ্রেণী যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর সমান হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি পেলেও ফাজিল ও কামিল এখনও যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সমানরূপে স্বীকৃতি পায়নি। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সমপর্যায়ের বলে স্বীকৃতি দেয়ায় চিন্তাভাবনা চলছে।

কওমী মাদ্রাসাতেও শিক্ষার পাঁচটি স্তর ঃ ইবতেদায়ী, ছানুবী, মুতাওয়াসসিতা, ফযিলত ও তাকমীল। কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের দাবি অনুযায়ী এই পাঁচটি স্তরে যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করা হয়। কওমী মাদ্রাসাগুলো যেহেতু সরকার স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, তাই এসব মাদ্রাসার শিক্ষাগত যোগ্যতারও কোন সরকারী স্বীকৃতি নেই। বাংলাদেশে মাদ্রাসার মোট সংখ্যা কত সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য কারও কাছেই নেই। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কাছে কেবল সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার পরিসংখ্যান আছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসাগুলোর হিসাব এ পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যানবেইস-এর হিসাব অনুযায়ী দেশে মাদ্রাসার মোট সংখ্যা ৬ হাজার ৮৫০টি। এর মধ্যে ৪ হাজার ৭৯৪টি দাখিল মাদ্রাসা, ৯৮৩টি আলিম মাদ্রাসা, ৯৫৫টি ফাজিল মাদ্রাসা এবং ১১৮টি কামিল মাদ্রাসা। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মাদ্রাসার মোট সংখ্যা ৬ হাজার ৯০৬টি। এর মধ্যে ৪ হাজার ৮২৬টি দাখিল মাদ্রাসা, ৯৯৬টি আলিম মাদ্রাসা, ৯৫৮টি ফাজিল মাদ্রাসা এবং ১২৬টি কামিল মাদ্রাসা।

এসবের বাইরে দেশে প্রায় ১০ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং ৫ হাজার কওমী মাদ্রাসা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা গেছে। সুতরাং সব মিলে দেশে মাদ্রাসার মোট সংখ্যা হবে বিশ হাজারের বেশি। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে, দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেন, মূলত প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলের চাপে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজন না থাকলেও নতুন মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। চাপ আসে মূলত বিভিন্ন এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারের যে সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে মাদ্রাসা স্থাপনের ক্ষেত্রে সে নীতিমালা অহরহ লঙ্ঘিত হয়। দেশে মাদ্রাসাগুলোর ভৌগোলিক বিন্যাস দেখলেই বোঝা যায় যে, এগুলো স্থাপনের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদানের সময় কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয়নি। রাজশাহী বিভাগে যেখানে ২ হাজার ১৩৯টি মাদ্রাসা আছে সেখানে সিলেট বিভাগে মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র ১৬টি। গাজীপুরের কাপাসিয়া থানায় যেখানে ৩৭টি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে ঢাকার উত্তরা থানায় রয়েছে মাত্র তিনটি।

সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী এক জেলায় ১টির বেশি কামিল মাদ্রাসা থাকতে পারে না। কিন্তু কেবল চট্টগ্রাম জেলাতেই ১৪টি কামিল মাদ্রাসা আছে। নোয়াখালী জেলায় আছে ৭টি।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেসব চাহিদা বা শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে অধিকাংশ মাদ্রাসাই গড়ে উঠেছে সেসব চাহিদা ও শর্ত পূরণ না করে। যেমন পল্লী এলাকায় ৪ কিঃমিঃ দূরত্বের মধ্যে একটির বেশি দাখিল মাদ্রাসা স্থাপন করা যাবে না। গ্রামে ৪ কিঃমিঃ এলাকার মধ্যেই একাধিক মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে এমন নজির অনেক। শহর এলাকায় দাখিল মাদ্রাসায় ন্যূনতম ১৩০ এবং মফস্বলে ১০০ জন, আলিম মাদ্রাসায় শহরাঞ্চলে ন্যূনতম ২৫০ জন এবং মফস্বলে ২০০ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি মাদ্রাসা কখনোই শিক্ষার্থী সংখ্যার এই টার্গেটে পৌঁছাতে পারে না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মূলত মাদ্রাসাশিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য বেশির ভাগ মাদ্রাসা স্থাপিত হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। কারণ দাখিল ও আলিম পরীক্ষাকে এসএসসি ও এইচএসসি'র সমতুল্য ধরা হলেও ফাজিল ও কামিল পাস করা শিক্ষার্থীদের এমন স্বীকৃতি নেই। কাজেই মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসছেন যারা, অন্য চাকরির সুযোগ না পেয়ে তারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষকতা শুরু করছেন। যদিও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বে সরকারী অনুমতি নিতে হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়াই স্থাপন করা হচ্ছে এসব সাইনবোর্ড সর্বস্ব মাদ্রাসা।

মাদ্রাসা বোর্ডে অনিয়ম-দুর্নীতি

১৯৭৮ সালে জারি করা মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ বলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধ্যাদেশবলে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং উন্নয়নের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপর। বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যানসহ ১৩ সদস্যের একটি বোর্ড রয়েছে। অধ্যাদেশের বিধি অনুযায়ী গঠিত ১৮টি কমিটি বোর্ডের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা দান করার কথা। অধ্যাদেশে ১৮টি কমিটির কথা থাকলেও বর্তমানে ১২টি কমিটি কাজ করছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটি হচ্ছে ঃ একাডেমিক কমিটি, ফাইন্যান্স কমিটি, সিলেকশন কমিটি, রেগুলেশন কমিটি, আপিল ও আরবিট্রেশন কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, নাম ও জন্ম তারিখ সংশোধন কমিটি, শৃঙ্খলা কমিটি, রিকগনিশন ও সেন্টার কমিটি এবং কারিকুলাম এন্ড কোর্স স্টাডিজ কমিটি।

মাদ্রাসা বোর্ডের এসব কমিটিতে জমিয়তুল মোদার্রেছীনের কিছু লোক ঘুরে-ফিরে বার বার আসে বলে অভিযোগ রয়েছে। কমিটি গঠনে অনিয়মের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি তদন্ত কমিটির নজরে এসেছে। গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোর তিন টার্ম পর্যালোচনা করে কমিটি দেখেছে, কিছু লোক ঘুরে-ফিরে বার বার বা একটানা দীর্ঘদিন ধরে এসব কমিটির সদস্য। শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নয় এমন লোকজনও মাদ্রাসা বোর্ডের বিভিন্ন কমিটির সদস্য। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মোট জনবল হচ্ছে ১৩৫। সারা দেশে এবতেদায়ী হতে কামিল পর্যন্ত ৫টি স্তরের সব মাদ্রাসা এই একটি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবে ক্ষমতার বিপুল কেন্দ্রীকরণের ফলে মাদ্রাসাগুলোর উপর বোর্ডের তদারকি শিথিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে; অন্যদিকে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফ্রি স্টাইল দুর্নীতির সুযোগ করে দিয়েছে।